بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

খুতবা জুমআ

"আল্লাহতাআলার কৃপায় তাহরীক-এ-জদীদ এর ৮১তম বৎসর সমাপ্ত হয়ে ৮২তম বৎসরে পদার্পণ করেছে। খোদাতাআলার রেজা বা অভিপ্রায়কে অর্জনকারী হতে গেলে ত্যাগস্বীকার করো। সেই বস্তুর কুরবানী বা ত্যাগ করো যা তোমার সবচেয়ে প্রিয়, সেই বস্তু ত্যাগ করো যা হতে তুমি উপকৃত হচ্ছো ও লাভবান হচ্ছো। সেই বস্তু ত্যাগ করো যা তোমাকে স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা প্রদান করে থাকে, সেই বস্তু ত্যাগ করো যা তোমার পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যৎকে পুনর্গঠনের জন্য তোমার নিকট প্রকাশ্য মাধ্যম।"

সৈয়দনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ৬ই নভেম্বর, ২০১৫-এর জুমআর খুতবার কিয়দংশ

তাশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন,- لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۬ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ 'যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পছন্দনীয় বস্তু থেকে খরচ না করো ততক্ষণ পর্যন্ত আদৌ পুণ্য কর্ম করতে পারবে না আর তোমরা যাই ব্যয় করো অবশ্যই আল্লাহ তা সম্যক অবহিত'।

প্রত্যেক মোমিন বা নিষ্ঠাবানের এটি অভিলাসা থাকে যে, সে পুণ্য অর্জন করে খোদাতাআলার নৈকট্য অর্জনকারী হয়। আল্লাহতাআলা এই আয়াতে মোমিনদিগকে এদিকে দৃষ্টিআকর্ষণ করেন যে, যদি তুমি পুণ্য অর্জনের অভিলাসী হয়ে থাকো যাতে আল্লাহতাআলার অভিপ্রায় বা সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারো তবে স্মরণ রেখো যে, পুণ্য ত্যাগের মধ্যে বিদ্যমান। সুতরাং খোদাতাআলার রেজা বা অভিপ্রায়কে অর্জনকারী হতে গেলে ত্যাগ স্বীকার করো। সেই বস্তুর কুরবানী বা ত্যাগ করো যা তোমার সবচেয়ে প্রিয়, সেই বস্তু ত্যাগ করো যা হতে তুমি উপকৃত হচ্ছো ও লাভবান হচ্ছো। সেই বস্তু ত্যাগ করো যা তোমাকে স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা প্রদান করে থাকে, সেই বস্তু ত্যাগ করো যা তোমার পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যৎকে পুনর্গঠনের জন্য তোমার নিকট প্রকাশ্য মাধ্যম। সুতরাং এই নানান প্রকারের ত্যাগ স্বীকার কোন সাধারণ ত্যাগ নয়। ধন-সম্পদ তো সর্বদাই মানুষের প্রিয় ছিল। তার উল্লেখ আল্লাহতাআলাও করেছেন যে, স্বর্ণ-রৌপ্য, জীব-সম্পদ, জমি-উদ্যান, এ সকল মানুষের অতি প্রিয়, এবং এগুলি মানুষের জন্য অহঙ্কারের বিষয় বা এগুলি হতে মানুষ গর্ববোধ করে থাকে, প্রত্যেকটি জাতিতে সম্পদের প্রতি অনুরক্তি ও জীবনের উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনীয়তার নামে নতুন হতে নতুনতর বস্তুর কামনা করা চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছে এবং বস্তুবাদিতা অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে এই প্রকারের কথা বলা যে পুণ্যকে অর্জন করতে হলে ঐ সমস্ত বস্তুকে ব্যয় করো যার সাতে তোমার ভালবাসার সম্পর্ক আছে। নিজ কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করো নিজ স্বাচ্ছন্দ্যকে ত্যাগ করো। সাধারণ জাগতিক মানুষের জন্য এটি অদ্ভূত কথা কিন্তু পৃথিবী জানে না যে, এ যুগেও এমন মানুষ আছেন যারা কোরআন করীমের এই শিক্ষার প্রতি সংবেদনশীল, এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রচেষ্টাও করে থাকে, যারা এরূপ পুণ্যের চেষ্টায় থাকে যা অন্যের পক্ষে ত্যাগের অন্তিম পর্যায় এবং এই আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে গিয়ে এও দেখে না যে আমার জন্য কোনটি প্রিয়। এ সময় সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হলো কেবলমাত্র আল্লাহতাআলার আদেশকে মান্য করা। সেই পুণ্য অর্জনের চেষ্টা করতে থাকা যা কর্তব্যনিষ্ঠায় উন্নত করে। পৃথিবীর অধিকাংশই এটি অবগত নয় যে, এ সকল মানুষ কারা, অথবা এরা তারাই যারা আঁ হযরত (সাঃ)এর নিবেদিত প্রাণ ও যুগের ইমামের সাথে যুক্ত হয়ে প্রকৃত পুণ্যকে অর্জন করার অনুভূতি অর্জন করেছে। যারা পুণ্যকে অর্জন করার নিমিত্তে পুণ্যের সেই জ্যোতির্ময় পর্যায় হতে সঠিক পথের দিশা অর্জন করেছে যা আঁ হযরত (সাঃ) হতে মর্যাদাপ্রাপ্ত হওয়ার ছিল যাদের ত্যাগের সীমা ছিল অদ্ভূত।

একটি হাদীসে বর্ণিত আছে,- যখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হোল যে,- لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ. হযরত আবূ তালহা (রাঃ) আঁ হযরত (সাঃ)এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন যে,- আমার সর্বপ্রিয় সম্পদটি হোল বেরোহা নামক বাগান, সেটিকে আমি আল্লাহতাআলার রাস্তায় উৎসর্গ বা দান করতে চাই'। তো এই সেই মানুষ যারা জ্যোতির্ময় নক্ষত্রসমান ছিলেন এবং পুণ্যের মাপকাঠি নির্ধারণকারী ছিলেন। অতএব এই সমস্ত সাহাবাদের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে আমাদের এ যুগের ইমাম বারংবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি (আঃ) কয়েকবার নিজ বিভিন্ন বার্তা বা বিবৃতিতে কোরআন করীমের শিক্ষাবলী এবং আদেশাবলীকে প্রকাশ্যভাবে বর্ণনা করেছেন। পুণ্যকে অর্জন করার বোধশক্তি ও অনুভূতি দান করেছেন। এক স্থানে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন যে,- অকার্যকর ও অকর্মণ্য বস্তুর ব্যয়সাধন করে কোন মানুষ পুণ্য অর্জনের দাবী করতে পারে না। পুণ্যের দ্বার অতি সীমিত। সুতরাং এই বিষয়টিকে বুদ্ধিগম্য করে নাও যে, অকর্মণ্য বস্তু ব্যয় করলে কেউই এতে প্রবেশ করতে পারে না কারণ স্পষ্ট আয়াত আছে- لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ. যতক্ষণ না প্রিয় হতে প্রিয়তর এবং আকর্ষণীয় হতে আকর্ষণীয় বস্তুকে ব্যয় না করো সেই সময় পর্যন্ত প্রিয় এবং পছন্দের পাত্র হওয়ার উপযুক্ত হবে না। যদি কষ্ট

সাধন করতে না চাও এবং প্রকৃত পুণ্যকে অর্জন করতে না চাও তবে কিভাবে সফলকাম ও সার্থক হতে পারো? সাহাবাগণ কি নিরর্থকই এই মান অবধি পৌঁছে গেছেন যা তাঁরা অর্জন করেছেন? জাগতিক উপাধিসমূহ অর্জন করতে কি প্রকার অর্থব্যয় ও কষ্টসমূহ ভোগ করতে হয় তবেই একটি সামান্য উপাধি বা পদবী যা হতে হৃদয়ের সন্তুষ্টি ও আশ্বাষণ লাভ করা যায় না তা অর্জন করা সম্ভবপর হয়। আবার অনুভব করো যে, 'রাজিআল্লাহ আনহুম' এর পদবী যা হৃদয়কে স্বস্তি, মনকে সন্তুষ্টি এবং সৃষ্টিকর্তার পূর্ণ অনুমোদন প্রাপ্তির চিহ্নস্বরূপ হয়ে থাকে কি এত সহজেই লাভ করা সম্ভব? প্রকৃতপক্ষে খোদাতাআলার পূর্ণ অনুমোদন বা সম্মতি যা কিনা প্রকৃত আনন্দের কারণ হয় অর্জন করা সম্ভব নয় যতক্ষণ না অস্থায়ী সমস্যাবলী বা কষ্টসমূহ সহ্য না করা হয়। খোদাকে প্রতারিত করা যায় না। সেই সকল ব্যক্তিরা সৌভাগ্যবান যারা আল্লাহর সম্মতিকে অর্জন করতে কষ্ট ও সমস্যাবলীকে গুরুত্ব দেয় না বা ভ্রুক্ষেপ করে না কারণ চিরস্থায়ী সুখ এবং অবিনশ্বর স্বাচ্ছন্দ্যের জ্যোতি এই অস্থায়ী কষ্টের পর পুন্যবান ব্যক্তিরা অর্জন করে থাকে।

এরূপে জামাতের সদস্যদের উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে সৈয়দনা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন যে,- পৃথিবীতে মানবজাতির সম্পদের প্রতি অতিশয় আসক্তি লক্ষ্য করা যায়। তাই 'ইলম তাবির আল রেওয়ায়া' তে লিখিত আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি দেখে (স্বপ্নে) যে, সে হৃৎপিন্ড বাহির করে কাউকে দান করছে তবে তার অর্থ দাঁড়ায় 'সম্পদ'। এ কারণে প্রকৃত তাক্বওয়া বা আনুগত্য ও বিশ্বাসকে অর্জন করতে বলেন যে, প্রকৃত পুণ্যকে কদাপিও অর্জনকারী হবে না যতক্ষণ না তুমি অধিকতম প্রিয় বস্তুটির ব্যয় না করবে। সুতরাং আল্লাহতাআলার রাস্তায় সম্পদের ব্যয়ও মানুষের জন্য পুণ্য ও আনুগত্যের মাপকাঠি হয়ে থাকে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যে জামাতের ভিত্তি স্থাপন করেছেন শুধু এ নয় এই কথাগুলি শুনে, এ নয় যে শুনলাম আর মুখ ফিরিয়ে নিলাম আর অমনোযোগী হয়ে গেলাম, বরং এই কথাগুলি শুনার পর ত্যাগের পর্যায়ও নির্দিষ্ট করে দেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) স্বয়ং বহু স্থানে বহু সভায় এই বিষয়টির উল্লেখ করেছেন। এক স্থানে তিনি জামাতের মান ত্যাগের পর্যায়কে দৃষ্টিতে রেখে বলেন যে,- আমি দেখছি যে, অনায়াসে এরূপ অনেক ব্যক্তি আমাদের জামাতের অন্তর্ভূক্ত আছেন যাদের শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে পোশাক দুরূহ, চাদর বা পাজামা কষ্টসাধ্যরূপে উপলব্ধ হয়। তাদের নিকট ধন-সম্পদ বলে কিছু নেই পরন্তু তাদের সীমাহীন আন্তরিকতা ও স্বভাব হতে ভালবাসা এবং বিশ্বস্ততা দেখে প্রকৃতিতে এক অদ্ভূত অবিদিত অনুভূতি সৃষ্টি হয়। আবার এক সময়ে তিনি বলেন যে,- যে উন্নতি ও পরিবর্তন আমাদের জামাতের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় তা সমগ্র বিশ্বে অপরাপর কোথাও দেখা যায় না।

সুতরাং তাঁর (আঃ) হতে সরাসরি কল্যাণ গ্রহণকারীরা এই পদে উন্নীত হয়েছেন এবং তাঁর (আঃ) এর সন্তুষ্টির সনদ তারা লাভ করেন কিন্তু এই আন্তরিকতা ও ভরসা কি সময়ের সাথে সাথে নিঃশেষ হয়ে গেল? অবশ্যই নয়, আজও এরূপ ব্যক্তিবর্গ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর জামাতে পুরুষদের মধ্যে এবং মহিলাদের মধ্যেও, শিশুদের মধ্যেও সেই আন্তরিকতা ও ভরসাতে এগিয়ে আছেন। কিছু ব্যক্তি বা কতকগুলি স্থানেই নয় বরং সহস্রাধিক এরূপ দৃষ্টান্ত বিদ্যমান এছাড়া বিভিন্ন দেশে বিস্তার করছে যারা لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ. এর চেতনা ও অনুভূতি রাখে। যারা ত্যাগের ক্ষেত্রে অগ্রগন্য। সেই সকল নিষ্ঠাবান বিনয়ীর ত্যাগের কিছু উদাহরণ আমি এখন উপস্থাপন করবো। যেভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)বলেন যে,- দেহের পোশাকের ব্যবস্থা অতি কষ্টসাধ্য অথচ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠাতে পরিপূর্ণ ও অগ্রগন্য তার একটি দৃষ্টান্ত দেব। এই দৃষ্টান্ত এক মহিলার এবং সেই মহিলার যে কিনা অন্ধ। সেরালোনের আমাদের জামাতের মোবাল্লেগ লিখছেন যে, একটি জামাত আছে এখানে যেখানে এক অন্ধ মহিলা বাস করেন। যিনি তাহরিক-এ-জদীদ এর চাঁদার অঙ্গীকারে দুই হাজার লিয়োন লেখান। চাঁদা সংগ্রহের জন্য যখন তাঁর কাছে গেলাম তো সেই মহিলা বলেন যে, আমি চাঁদা দানের পূর্বে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম যে অন্ধ হওয়ার কারণে আমার আমদানীর মাধ্যম তত নয় যে চাঁদা দান করা যায়, কিন্তু সেই মহিলা বলেন যে, যেহেতু আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি তাই অবশ্যই প্রদান করবো। অতএব তিনি দোয়ায় রত হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে এক আগুন্তক ব্যক্তি গ্রামে আগমন করলে সেই ব্যক্তিকে মহিলা বললেন যে তাঁর কাছে এইমাত্র মস্তকে ব্যবহারযোগ্য একটি পোশাক আছে তা তুমি দুই হাজার লেয়োনে ক্রয় করে নাও, অথচ সেই কাপড়টি আমাদের মোবাল্লেগ বলছেন যে অন্তত: দশ হতে পনেরো হাজার লেয়োনের ছিল, সেই অচেনা ব্যক্তি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে যে এত অল্প মূল্যে কেন বিক্রয় করছো। তা শুনে সেই মহিলা জানায় যে, আমি তাহরিক-এ-জদীদ এর চাঁদা প্রদান করবো এবং আমার নিকট এই মুহূর্তে কোন অর্থ নেই। সেই অচেনা ব্যক্তি সে কাপড়টি ক্রয় করে নেয় এবং দুই হাজার লেয়োন অন্ধ মহিলাকে দিয়ে দেয়। লোকটি অতিশয় বিনয়ী ও ভদ্র ছিলেন তাই পরে সেই কাপড়টিও ফিরত করে দিয়ে বলেন- আমার পক্ষ হতে এটি রেখে নাও। তাই আফ্রিকার দূরদূরান্তের অঞ্চলে বসবাসকারী এক নিরক্ষর অন্ধ মহিলার এই প্রকার আন্তরিকতা। নিশ্চিতরূপে এই আন্তরিকতা আল্লাহতাআলার পক্ষ হতেই প্রদত্ত।

ভারতের রাজস্থানের ভারপ্রাপ্ত মোবাল্লেগ লিখছেন যে, একটি বুলাভালি নামক জামাত আছে এখানে, সেখানকার এক ব্যক্তি

যাঁর বয়স প্রায় ৬৫ বৎসর, প্রায়শই অসুস্থ থাকেন এছাড়া তাঁর কোন আমদানীর মাধ্যমও নেই। তাঁকে যখন আর্থিক ত্যাগের দিকে মনোযোগ করানো হয় যে সামান্য প্রতীক হিসাবেও হোক ত্যাগ করতে বলা হয় কারণ এটিও পুণ্যবানের জন্য আবশ্যক তখন সেই ব্যক্তি এক হাজার পঞ্চাশ টাকা চাঁদায় দান করেন এবং বলেন যে, এই অঙ্ক আমি আল্লাহতাআলার জন্য একত্র করেছিলাম এবং এটি আল্লাহতাআলারই দেয়। আরেকজন আন্তরিকতা এবং বিশ্বাসে ভরপুর ব্যক্তির ঘটনা শুনুন। নিশ্চিতরূপে এই ঘটনাটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা। বেনিনের আমীর সাহেব লেখেন যে,- এখানকার এক পুরাতন আহমদী বন্ধুর নাম চাঁদাপ্রদানকারীদের তালিকাভুক্ত ছিল। যখন তাঁকে অবগত করানো হলো তো তিনি পরদিন মিশন হাউসে আসেন এবং বলেন যে,- আপনি কি দেখেছেন এমন কোন ব্যক্তি যে এক সপ্তাহ অনাহারে থেকেছে। তিনি আরও বলেন যে,- আমি সারা রাত ক্রন্দনরত ছিলাম যে আমার তাহরিক-এ-জদীদের চাঁদা দিতে হবে অথচ আমার নিকট কোন অর্থ নেই। আল্লাহতাআলা সম্ভবত আমার পরীক্ষা নিচ্ছেন। এরপর তিনি খুব সামান্য অর্থ তাহরিক -এ-জদীদের তহবীলে দেন। তা দেখে যিনি চাঁদা সংগ্রহের জন্য সেখানে গিয়েছিলেন তিনি কিছু অর্থ তাঁকে সাহায্যার্থে দেন। তো তৎক্ষণাৎ তিনি তা হতে দশ ফ্রাঙ্ক সিফা তখনই প্রত্যাবর্তন করে দেন আর বলেন যে, এখনও আমার 'চাঁদা আম' অবশিষ্ট আছে, তাই আপনি এই অর্থ হতে আমার অবশিষ্ট চাঁদাটি নিয়ে নেন। তো এই হল আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা যেভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন যে,- পরিধানের জন্য পোশাক নেই কিন্তু আন্তরিকতায় অগ্রগামী।

আবার নায়েব-ওয়াকীলুল মাল কাদিয়ান বলেন যে,- আহমদীয়া জামাত করিয়াতুর এ জুমআর খুতবাতে তাহরীক এ জদীদের গুরুত্বের কথা তুলে ধরা হয় এবং হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর ডাকে কিছু পুণ্যবান ব্যক্তিত্বের স্বত:স্ফূর্ত প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ত্যাগের উল্লেখ করা হয়। তাতে সেই জামাতের সদর লাজনা ইমাইল্লাহ নিজ স্বর্ণ নির্মিত ভারী কঙ্কন তাহরীক এ জদীদের খাতে দান করে দেন। আল্লাহতাআলার কৃপায় ধর্মের জন্য নিজ পছন্দনীয় গহনা ত্যাগ করা আজ কেবলমাত্র আহমদী মহিলাদের বিশেষত্ব। জার্মানীর জাতীয় সেক্রেটারী তাহরীক এ জদীদ লিখেছেন যে,- এখানে একটি জামাত 'হানাও' এ তাহরীক এ জদীদের প্রেক্ষাপটে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সেমিনার বা সভা শেষ হতেই এক বন্ধু তাঁর স্ত্রীর একটি গহনা নিয়ে তাহরীক এ জদীদের অফিসে চলে আসেন। তাঁর স্ত্রী বিবাহের গহনা তাহরীক এ জদীদে দান করে দেন।

লাহোরের আমীর সাহেব লিখেছেন যে,- এক মহিলার তাহরীক এ জদীদের অঙ্গীকারের অঙ্ক দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল কিন্তু তা থাকা সত্ত্বেও টার্গেট পূরণের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত চাঁদা প্রদানের জন্য তাঁকে অনুরোধ করলে তৎক্ষণাৎ গহনার একটি বাক্স নিয়ে এলেন এবং তা হতে বেশ ভারী একটি কঙ্কন বার করলেন আর তাহরীক এ জদীদ এ দান করলেন। এবার দেখুন, এক মহিলা ভারতবর্ষের দক্ষিণ অঞ্চলে বাস করেন। ভিন্ন দিশা, ভিন্ন মানুষ, ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভাষা, একজন পাকিস্তানের পাঞ্জাবে এবং অপরজন জার্মানীতে বাস করেন কিন্তু ত্যাগ স্বীকারের ভাবনা ও চিন্তা সমান। এটিই একতা, এটিই ত্যাগের মান যা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) জামাতে সৃষ্টি করেছেন। এটি আল্লাহতাআলার কৃপা যা কিনা আহমদীদের উপর করে থাকেন। নবাগতরাও ত্যাগের ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে গেছেন এগিয়ে যাচ্ছেন আল্লাহতাআলার কৃপায়। আল্লাহতাআলা ত্যাগ বা উৎসর্গকারীদের উপর যেভাবে কৃপা বর্ষণ করে থাকেন এবং যেভাবে সেই ত্যাগ স্বীকার সফলতা লাভ করে এবং তার পরিণামস্বরূপ তাদের বিশ্বাসে ও আন্তরিকতায় অধিক উন্নতিলাভ হয় তার কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি।

নায়েব ওকীল উল মাল কাদিয়ান জানাচ্ছেন যে,- কেরালার একটি জামাত নাম পিথাপারিম সেখানকার এক বন্ধু ফোন দ্বারা জানায় যে হুজুর (আইঃ) বিগত বছরে এবং খুতবায় আফ্রিকার যে সমস্ত উদাহরণ দিয়েছিলেন, নিষ্ঠাবানদের উল্লেখ করেছিলেন যারা দারিদ্রতা সত্ত্বেও তাহরীক এ জদীদের চাঁদায় উত্তরোত্তর অংশ নিয়েছে, আমরা তো তুলনামূলকভাবে সামর্থ্যবান বা অবস্থাপন্ন তাই আমার তাহরীক এ জদীদের চাঁদার অঙ্গীকার দুই লক্ষ টাকা অপেক্ষাকৃত কম, এটিকে বাড়িয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা করে দেন। কিছু কাল পর তিনি নিজ চাঁদা সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করে দেন এবং বলেন যে,- তাহরীক এ জদীদের অঙ্গীকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্তির সাথে সাথেই আল্লাহতাআলা আমার ব্যবসায় অসাধারণ উন্নতি দান করেছেন এবং এই মুহূর্তে আমার নিকট এরূপ কর্মসংস্থান আছে যে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরপর তাহরীক এ জদীদের ইন্সপেক্টর কর্ণাটকের ইব্রাহীম সাহেব তিনি বলেন যে,- গুলবারগা জামাতের এক সদস্য হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর কথায় অনুপ্রেরীত হয়ে নিজ এক মাসের আয় তিয়াত্তর হাজার ছয় শত টাকা চাঁদা তাহরীক এ জদীদের জন্য লেখালেন কিন্তু পরিশোধের সময় অস্বাভাবিকরূপে বর্ধিত করে এক লক্ষ পাঁচশত এগারো টাকা দান করলেন। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহতাআলা তাঁকে এক অলৌকিক ঘটনা দেখান। এক ব্যক্তির নিকট হতে তিনি বিরাট অঙ্কের টাকা পেতেন, এবং তিনি সেটি প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে নিরাশ হয়ে পড়েন, কিন্তু একদিন সেই ব্যক্তি অবিশ্বাস্যভাবে এল আর ক্ষমা চেয়ে সমস্ত টাকা ফিরিয়ে দেয়। আর্থিক ত্যাগের বিনিময়ে আল্লাহতাআলা কিভাবে বিশ্বাসে দৃঢ়তা দান করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এরূপ দৃশ্য প্রদর্শিত হয়।

উজবেকিস্তানের এক নবাগত আহমদী আছেন, ওয়াহেদুইচ সাহেব তিনি বলেন যে,-যখন হতে আমি বয়াত গ্রহণ করেছি এবং চাঁদা প্রদান করা আরম্ভ করেছি আমার আমদানী অদ্ভুতভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে, বিগত তের বছরে আমার আমদানী এত

হয়নি যত এ বছরে হয়েছে, এবং এবার আমার এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, খোদাতাআলার রাস্তায় ব্যয় করার সুফল এটি। নবাগতরাও আন্তরিকতা এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অগ্রগন্য। আরব দেশের এক বন্ধু যিনি ২০১১ এর নভেম্বর মাসে বয়াত গ্রহণ করেন, আল্লাহতাআলার কৃপায় এখন তাঁর স্ত্রীও যিনি পূর্বে আহমদী ছিলেন না তিনিও বয়াত গ্রহণ করে জামাতে যোগদান করেছেন এবং এবছর দুই স্বামী-স্ত্রী প্রায় চৌদ্দ হাজার পাউন্ড তাহরীক এ জদীদে দান করেছেন যা কিনা ওখানকার স্থানীয় জামাতের পরিবারগুলির মধ্য হতে করা সর্বোচ্চ ত্যাগ ছিল। আর্থিক ত্যাগে পুরুষ, মহিলা এবং বাচ্চাদের প্রচুর ঘটনা সম্মুখে দর্শিত হয়। এই যুগে পার্থিব প্রাধান্যতা পার্থিব সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি অধিক পরন্তু আহমদীরা আল্লাহতাআলার রেজা বা অভিপ্রায়কে অর্জনের নিমিত্তে ত্যাগস্বীকার করে থাকে। ইউগান্ডা হতে গানগারাবিন-এর এক মোবাল্লেগ লিখছেন যে, আমরা বুসু জামাতের এক সদস্যকে তাহরীক এ জদীদের চাঁদা পরিশোধের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে যদিও সেই মুহূর্তে অভাগার নিকট কিছুই ছিল না তাই গৃহে একটি মোরগ ছিল সেটির মূল্য তাঁর অঙ্গীকার অনুযায়ী পরিশোধ করে দেন।

আমেরিকার জাতীয় সেক্রেটারী তাহরীক এ জদীদ লেখেন যে,- একটি একাদশ বছরের বালক এক ভিডিও গেম ক্রয়ের উদ্দেশ্যে অর্থ একত্রিত করছিল। যখন তাহরীক এ জদীদের চাঁদার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তখন সেই বালকটি যে অর্থ ভিডিও গেম ক্রয়ের জন্য একত্রিত করেছিল তা চাঁদায় দান করে দেয়। এভাবে সেই বালক ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্যতা দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ইউগান্ডার ইগাঙ্গার এর মোবাল্লেগ লিখেছেন যে,- আমাদের অঞ্চলের এক জামাত নাছেরের এক তিফল বা বালক সদস্য নামাজ শিখে আর এবার সেখানে ঐ জামাতে নামাজ পাঠ করে এবং জুমআর নামাজও পাঠ করে। আমীর সাহেব তাকে উৎসাহ প্রদান করতে গিয়ে তাকে কিছু অর্থ উপহারস্বরূপ দান করলে সেই বালক সেই অর্থ তাহরীক এ জদীদের খাতে দান করে দেয়। এই বালক সদস্যকে দেখে সেই জামাতের অন্যান্য আতফালদের মধ্যেও চাঁদা প্রদানে আগ্রহ দেখা দেয়।

যাইহোক পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে আল্লাহতাআলা এমন নিষ্ঠাবান হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে প্রদান করছেন যারা ত্যাগের অনুভূতিকে অনুধাবন করে থাকে, আল্লাহতাআলা করুন যে এই প্রেরণা সর্বদা উন্নতি করতে থাকে এবং সকলে আনুগত্যেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে থাকে। এই সময় আমি তাহরীক এ জদীদের নূতন বছরের ঘোষণা করতে গিয়ে বিগত বছরের ফলাফল সংক্ষেপে উপস্থাপন করছি। আল্লাহতাআলার কৃপায় তাহরীক এ জদীদের একাশিতম বছরের সমাপ্তি ৩১ শে অক্টোবর এ হয়েছে, এবং বিরাশী বছরের প্রারম্ভকালে প্রবেশ করেছি, এবং যে রিপোর্ট এসে পৌঁছেছে, আজ অবধি এ বছরে তাহরীক জদীদে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় মোট সংগ্রহ হয়েছে বিরানব্বই লক্ষ সত্তর হাজার আঠশত পাউন্ড। আলহামদুলিল্লাহ। এই সংগৃহীত অঙ্ক বিগত বছরের তুলনায় সাত লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাউন্ড অধিক হয়েছে।

পরমুহূর্তে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্থান অনুযায়ী তালিকা উল্লেখ করেন সে অনুযায়ী পাকিস্তান সর্ব প্রথম স্থানে আছে, তারপর ক্রমান্বয়ে দশটি দেশের স্থান হোল, জার্মানী, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, মধ্য প্রাচ্যের আরব, ইন্দোনেশিয়া, সংযুক্ত আরবের অন্যান্য জামাতসমূহ, ঘানা, এরপর হুযুর আনোয়ার (আইঃ) এই দেশসমূহের জামাতগুলি ও জেলাগুলির বিস্তারিত বিবরণ দেবার পর বলেন, ভারতের দশটি জামাত হল, কেরালা, হায়দ্রাবাদ, কালিকট, কাদিয়ান, পথপারিম, কান্নুর টাউন, এবং প্যাঙ্গাড়ী, কোলকাতা, ব্যাঙ্গালুর, কর্নাটক, সোলোরতামিলনাড এবং ত্যাগের ক্ষেত্রে ভারতের দশটি রাজ্যগুলি হোল, কেরালা, তামিলনাড, কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, জম্মু-কাশ্মির, ওড়িশা, পাঞ্জাব, প:বঙ্গ, দিল্লী, ও মহারাষ্ট্র।

আল্লাহাতাআলা এই সকল যোগদানকারীদের ধন-সম্পদ ও জনসংখ্যায় অগৌন্তিক বৃদ্ধিদান করুন এবং তাদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠায় অগ্রতা দান করুন। আমীন

অনুবাদকঃ বুশরা হামীদ, নাজারাত নাশরো ইশাআতের নির্দেশক্রমে

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar 6th November, 2015

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To.....

.....

.....

NAZARAT NASHR-O-ISHAAT, QADIAN, INDIA